প্রথম আলো

তারিখ ·2·6·JAN·2012·
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজধানীর এলজিইডি মিলনায়তনে গতকাল গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত 'ভর্তি-বাণিজ্য : জনতার সংলাপ'-এ বক্তারা ● ছবি : প্রথম আলো

ভর্তি-বাণিজ্যের নানা অভিযোগ অস্বীকার করলেন না শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ভর্তি-বাণিজ্যসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনিয়মের কথা জানালেন অভিভাবকেরা। আর ভালো ফলাফল করেও আর্থিক কারণে ভালো স্কুলে ভর্তি হতে না পারার ক্ষোভের কথা বলল শিক্ষার্থীরা।

এসব অভিযোগ শুনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বললেন, 'ভর্তি-বাণিজ্য নিয়ে আমরা চুপ করে থাকব না। অতিরিক্ত ফি নেওয়াসংক্রান্ত তদন্ত কমিটির কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে বাড়তি টাকা ফেরত দিতে হবে অথবা শিক্ষার্থীর মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।'

গতকাল বুধবার নগরের এলজিইডি মিলনায়তনে গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত 'ভর্তি-বাণিজ্য : জনতার সংলাপ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলা হয়। সংলাপে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিভাবকেরা এ সময় কবে নাগাদ বাড়তি ভর্তি-ফি প্রতিষ্ঠানগুলো ফেরত দেবে, তা জানতে চান। এ নিয়ে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনায় তদন্ত কমিটির অগ্রগতি, ভর্তি ফি নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন থেকে সেনানিবাসের বিভিন্ন স্কুলের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়ে বলেন, 'এখানে সবার অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারব না। তবে ভর্তি-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অনিয়ম দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। আমরা হুট করে সিদ্ধান্ত নিলে কোর্টে গিয়ে হেরে যাব। তাই অনেক বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে এগোতে হচ্ছে।'

শিক্ষামন্ত্রী এ সময় বলেন, ভর্তি ফি নিয়ে অভিভাবকেরা সচেতনভাবে অভিযোগ করছেন না। এর জবাবে অভিভাবকেরা বলেন, সন্তানের লেখাপড়ার স্বার্থেই অভিযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল বলেন, অভিভাবকদের অভিযোগ জানানোর মতো পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

কিছু অভিযোগ : খুলনার শিক্ষার্থী নাহিদ বলে, 'ভালো স্কুলে ভর্তি হতে হলে বেশি টাকা দিতে হয়। শুধু টাকার অভাবে ভালো স্কুলে পড়তে পারিনি।' খুলনার শিক্ষার্থী লিমাও অর্থের অভাবে পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কার কথা জানায়। রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুলের একজন শিক্ষার্থী জানায়, এক শ্রেণী থেকে ভালো ফলাফল করে আরেক শ্রেণীতে উঠতে গেলেও টাকা দিতে হয়। ঢাকার এক অভিভাবক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম গোপন রেখে বলেন, সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করার জন্য আত্মীয়স্বজনসহ অন্যদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে হয়।

রাজধানীর মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের একজন অভিভাবক বলেন, 'স্কুলে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা ফি বাবদ দিতে হয় এক হাজার টাকা। অন্যান্য খরচ তো আছেই। তার পরও স্কুলের অধ্যক্ষ বলেন, এগুলো নিয়ে তাঁকে কেউ কিছু করতে পারবে না।' ঢাকার বাইরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধিরা জানান, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য লটারির ব্যবস্থাটি ঢাকার বাইরে মানা হচ্ছে না।

গতকালের সংলাপটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আই সরাসরি সম্প্রচার করে। সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজা এ অংশের সঞ্চালক ছিলেন। এ সময় টেলিফোনে চট্টগ্রামের এক অভিভাবক বলেন, স্কুল থেকে প্রশংসাপত্র নিতেও টাকা দিতে হচ্ছে।

ভর্তি-বাণিজ্যের কারণ : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ভালো হিসেবে আখ্যা পাওয়া কিছু প্রতিষ্ঠানে ভর্তি-বাণিজ্য চলছে। বাড়তি টাকা ও অনুদান দিয়ে হলেও অভিভাবকেরা এসব প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে ভর্তি করতে চাইছেন। সবাই যাঁর যাঁর এলাকার স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করাবেন, এটা বাধ্য করানোর জন্য নৈতিক জোর নেই সরকারের। কেননা, সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তি করতে চাইতেই পারেন অভিভাবকেরা। তাই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান উন্নত করতে হবে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ার কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ করা যাবে না, তা শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা আছে। নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন ডি কস্তা বলেন, '৩৫ বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি-বাণিজ্য হচ্ছে না। সন্তানদের পুঁজি করে আমরা লাভবান হচ্ছি না।'

সুপারিশ : অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান বলেন, দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা দেশে বৈষম্যের সৃষ্টি করছে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সাংসদদের উপস্থিতি কোনো ধরনের পরিবর্তন আনতে পেরেছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, রাজনীতিতে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি যাতে শিক্ষা খাতের সঙ্গে জড়িত হতে না পারেন, তা আইন করে বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে।

সংলাপের সঞ্চালক গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সামরিক খাতসহ বিভিন্ন খাতের বাজেট বাড়ানো হলেও শিক্ষা খাতের বাজেট বাড়ানো হয় না। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভালো মানের স্কুলে পরিণত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি এজেন্ডা নিতে হবে।

সংলাপে আরও বক্তব্য দেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাহেদা আহমদ, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক কাজী রফিকুল আলম, *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের এ-দেশীয় পরিচালক ফারাহ কবীর, মনোবিজ্ঞানী মেহতাব খানম এবং ডেমক্রেসি ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান।